এ, ডি, পিকচার্সের নিবেদন

কাহিনী প্রযোজনা ও প্রধান-চরিত্রে

অমিতা দেবী

পরিচালনা : **সতীশ দাশগুপ্ত**

সহকারী : শিব ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন নাথ

সুরশিল্পী : .... রবীন চট্টোপাধ্যায়

সহকারী : .... উমাপতি শীল

গীত রচনা : .... প্রণব রায়

স্তোত্র-সংকলনে : .... প্রমথকুমার

নেপথ্য-সঙ্গীতে : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন চৌধুরী প্রভৃতি

যন্ত্রসঙ্গীত : ... ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

চিত্রগ্রহণ : ... যতীন দাস

সহকারী : হরেণ বসু ও সোনা মুখার্জ্জী

শব্দগ্রহণ : ... শচীন চক্রবর্ত্তী

সহকারী : ইন্দু অধিকারী ও উপেন শীল

শিল্প-নির্দ্দেশ : .... বটু সেন

ব্যবস্থাপনা : ... রতীশ বসু

রূপসজ্জা : রঞ্জিৎ দত্ত ও দুর্গা চ্যাটার্জী

সম্পাদনা : ... রমেশ যোশী

সহকারী : .... গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিও-এ গৃহীত

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

রূপায়ণে : অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, চন্দ্রাবতী, মলিনা দেবী, শিখা বাগ, শিশির বটব্যাল, সন্তোষ সিংহ, ধীরাজ দাস, ৺নরেশ বসু, মহাদেব পাল, মনোরমা, শান্তা, বিনয় দাস, সন্ধ্যা, অঞ্জলী দাশগুপ্তা যতীন বন্দ্যো, দিলীপ, কুমুদ, গোপাল প্রভৃতি

প্রচার : ফণীন্দ্র পাল

কাহিনী

মহাল-পরিদর্শনে চলেছেন রঘুপতিবাবু। বিত্তশালী জমিদার। মাতৃহারা মেয়ে অনুরাধা জিদ ধরল সে-ও সঙ্গে যাবে। তার আবদার রাখতেই হয় রঘুপতিবাবুকে।

সংসারের সব ভার বিজ্ঞ ও বিশ্বাসী নায়েব নরেশবাবুর ওপর ন্যস্ত করে বেরিয়ে পড়লেন মহাল-পরিদর্শনে।

নদীপথে চলেছে নৌকা প্রতিকূল স্রোতের মুখে। হঠাৎ দেখা গেল ঈশান কোণে ঘন কালো মেঘ। এল দুর্দ্দার ঝড়। আকাশে আর জলে দেখা দিল দুর্য্যোগের তাণ্ডবলীলা। প্রলয়ের মত্ততায় হার মানল নৌকা। ফেনিল তরঙ্গের গতিবেগে ডুবে গেল তরণী। কে যে কোথায় গেল কে জানে!

নদী তীরে ছিল একটি মঠ। মঠাধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণে ছিল একদল সন্ন্যাসী। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বয়সে তরুণ। নিষ্কলুষ চরিত্রগঠন ও জন-সেবাই ছিল মঠের আদর্শ। মঠাধ্যক্ষের আদেশে প্রলয়-বিক্ষুব্ধ সেই রাত্রে সন্ন্যাসীর দল আর্ত্ত-সেবার জন্যে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতেও প্রস্তুত হয়ে উঠল।

রাত্রিপ্রভাতে জাহ্নবীজলে স্নান শেষ করে ওঠবার সময় মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী দেখলেন অদূরে নদীতটে একটি নিষ্পন্দ দেহ পড়ে আছে। শিষ্যদের ডাকলেন মঠাধ্যক্ষ বিজয়ানন্দ। তাঁরই নির্দ্দেশে নদীতীরের অর্দ্ধনিমগ্ন সংজ্ঞাহীন সেই দেহটির উদ্দেশ্যে ছুটল শিষ্যদল। কিন্তু আতঙ্কে চমকিত হয়ে উঠল তরুণ সন্ন্যাসীদের দৃষ্টি। এ যে নারী-দেহ। অসম্বৃতবসনা সংজ্ঞাহীনা তরুণী। কিন্তু সেবাব্রতীদের কাছে পুরুষ ও নারীর কেন কোন ভেদাভেদ থাকবে! বিজয়ানন্দ সেই তরুণীদেহকে আশ্রমের ভেতর বহন করে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

সংজ্ঞাহীনা তরুণীটি শুধু মাঝে মাঝে

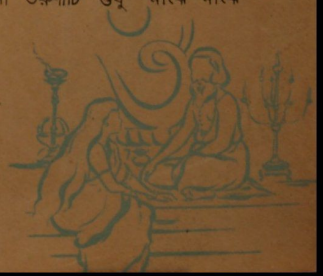

বিকারের ঘোরে চীৎকার করে ওঠে 'ডুবে গেল, ডুবে গেল, বাঁচাও, বাবাকে বাঁচাও'। বোঝা গেল গত রাত্রির দুর্যোগে বিক্ষিপ্ত এই তরুণীর জীবন। আশ্রমবাসীদের আন্তরিক যত্নে জীবন ফিরে পেল মেয়েটি কিন্তু ফিরে এলনা তার স্মৃতি।

বিজয়ানন্দ প্রশ্ন করেন, তোমার নাম কি মা? কোথায় তোমার বাড়ী?

উদাস-নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে স্মৃতি-বিলুপ্তা মেয়েটি। কি যেন মনে করবার চেষ্টা করে, তারপর উত্তর দেয়, জানিনা তো।

আশ্রমেই আশ্রয় দিলেন তাকে বিজয়ানন্দ। এ অবস্থায় কি করেই বা ত্যাগ করা যায় আশ্রিতাকে। মেয়েটির নতুন করে নামকরণ করলেন বিজয়ানন্দ। নাম জাহ্নবী। স্মৃতিবিহীনা জাহ্নবী শিশুর মত সহজ সরল মন নিয়ে আশ্রমবাসীদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে।

সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারীদের আশ্রমের আদর্শ হল কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। তাদের সাধনার কঠোরতা জাহ্নবীর সহজ মেলা মেশার উচ্ছলতায় কেমন যেন শিথিল হয়ে আসছে। তরুণী নারী সংস্পর্শে মোহাবিষ্ট মনের দুর্ব্বলতা জয় করবার আত্মসংগ্রামে যারা সবচেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে শিবানন্দের অবস্থাটাই অত্যন্ত শোচনীয়। জাহ্নবীর প্রতি তার বাইরের বিরূপ রুক্ষ ব্যবহারের অন্তরালে একটি প্রচণ্ড আকর্ষণই যেন ক্রমশঃ গ্রাস করে চলেছে রাত অন্তরলোক। সন্ন্যাসীর ধ্যান, জ্ঞান জীবনাদর্শ যেন আড়াল করে দাঁড়াতে চায় একটি প্রাণচঞ্চলা নারী। শিবানন্দের কাছ হ'তে যতই আঘাত পায় ততই যেন জাহ্নবী তারই চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, তারই মনের ঘরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে।

বিজয়ানন্দ বুঝতে পারেন, মঠে বতরুণী জাহ্নবীর উপস্থিতি তার যৌবনোচ্ছল হৃদয়াবেগের স্রোত বিচলিত করে তুলছে তাঁর তরুণ শিষ্যদের মন। জাহ্নবীর বিবরণ দিয়ে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন প্রেরিত হয়। যাদের মেয়ে, তাদের কাছে ফিরে যাক্ জাহ্নবী। কিন্তু কেউ আসেনা জাহ্নবীর সন্ধানে।

বিজয়ানন্দ একদিন আশ্রমবাসীদের কাছে প্রস্তাব জানালেন তোমাদের মধ্যে যে কোন একজন জাহ্নবীকে বিবাহ করে গৃহী হও। সেবাই আমাদের ধর্ম্ম, আশ্রিতকে ত্যাগ করা পাপ।

তাঁর প্রস্তাবে কেউ সম্মত হ'ল না। অগত্যা তিনি মনে মনে স্থির করলেন জাহ্নবীকে কাশীতে গুরুদেবের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম ও জাহ্নবীর প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা শিবানন্দের মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। শুদ্ধি চাই মনের, মুক্তি চাই এই মোহাবিষ্টতা থেকে। শিবানন্দ তীর্থ-পরিভ্রমণের অনুমতি চাইল গুরুদেবের কাছে। অনুমতি তিনি দিলেন। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখে উপস্থিত হতে হ'ল শিবানন্দকে। জাহ্নবীকে কাশীতে গুরুদেবের আশ্রমে পৌঁছে দিতে হবে এই হল বিজয়ানন্দের আদেশ।

আবার নৌকাযোগে যাত্রা। ভাগ্যবিধাতা মানুষের জীবনকে দুর্ব্বোধ্য রহস্যের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে চলেন। একদা প্রকৃতির মাতনে বিপর্য্যয় ঘটেছিল একটি তরুণীর জীবনে। আবার আকাশে দেখা দিল দুর্যোগের ঘনঘটা। নৌকা গেল ডুবে।

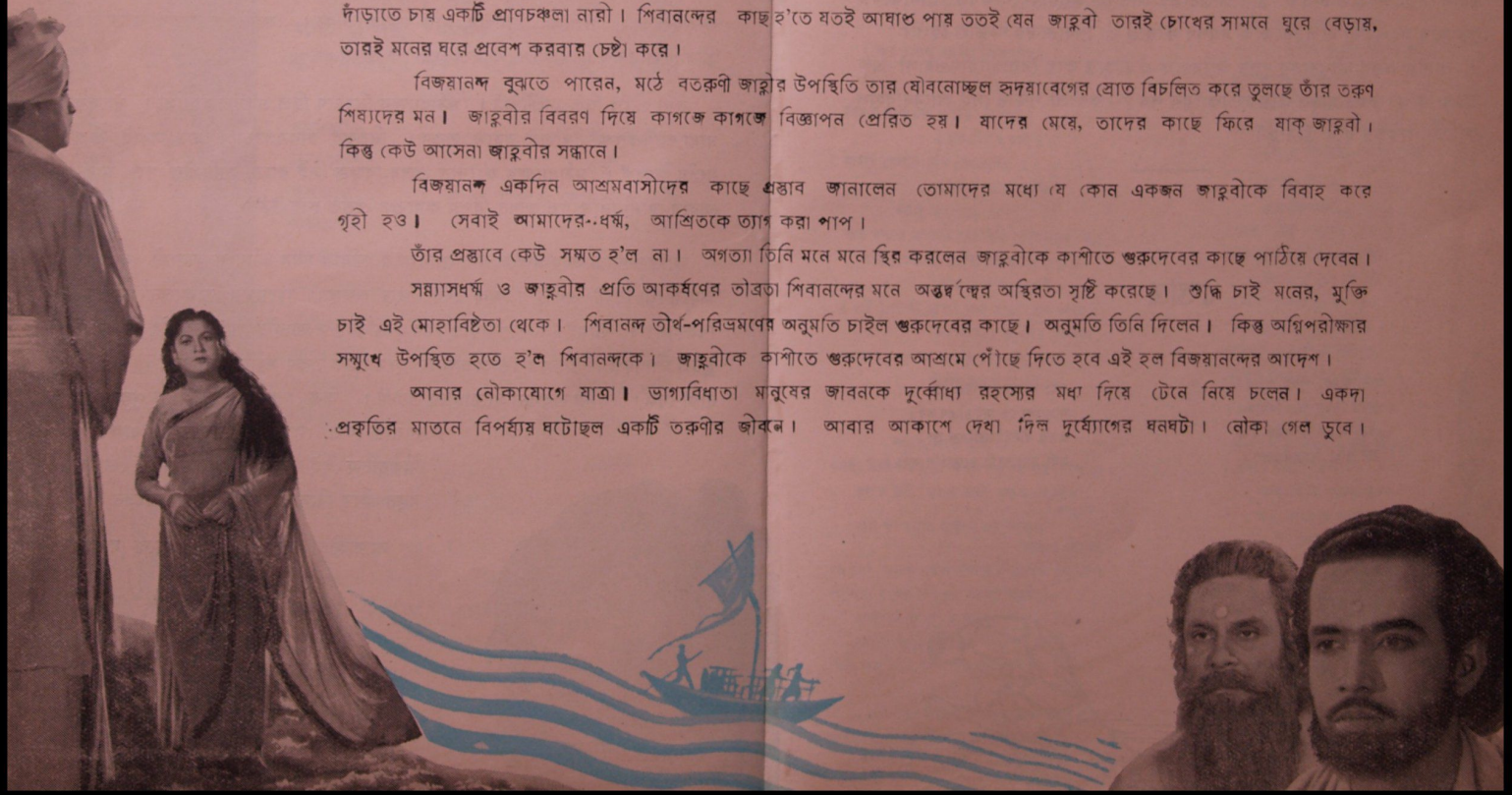

উন্মত্ত নদী শিবানন্দ আর জাহ্নবীকে এক নির্জ্জন নদীচরে ভাসিয়ে এনে তুলল।

শিবানন্দ ডাকল, জাহ্নবী।

প্রকৃতির লীলারহস্যে জাহ্নবী তখন স্মৃতি ফিরে পেয়ে পুনরায় নিজেকে অনুরাধা বলে জেনেছে। মঠের জীবনের কথা তার একটুও আর মনে পড়ে না। সে বললে, জাহ্নবী কে, আমি তো অনুরাধা। আমার সঙ্গে বাবা ছিলেন, তাঁকে একটু খুঁজে দেখুন না। দৈবাৎ একটি ষ্টীমার ঐ পথ ধরে যাচ্ছিল। ষ্টীমার এসে তাদের উদ্ধার করল। ষ্টীমারের যাত্রীদের ধারণা তারা স্বামী-স্ত্রী। বাইরে এদের স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করতে হয়। অন্তরে অস্বস্তি আর বিষণ্ণতায় ভরে যায় শিবানন্দের মন।

শিবানন্দ তার কর্ত্তব্য পালন করল। অনুরাধাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এবার সে চলে যেতে চায়। স্ত্রীর অভিনয়ের আড়ালে অনুরাধা যে কখন শিবানন্দের সত্যকার সহধর্ম্মিনী বলে নিজেকে সমর্পণ করেছে তা শিবানন্দের অজ্ঞাত ছিল।

নারীর অন্তর-নিবেদনের দুরন্ত আবেগকে অস্বীকার করে বৈরাগ্যযোগপ্রয়াসী এক তরুণ কি খুঁজে পেয়েছিল তার সত্যকারের পথ ?—রূপালী পর্দ্দায় সেই আবেগবিহ্বল কাহিনী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

স্তোত্র

(১)

ত্বতাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণ—
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তা স বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

(২)

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠত স্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্ত বীর্য্যামিতাবিক্রম ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

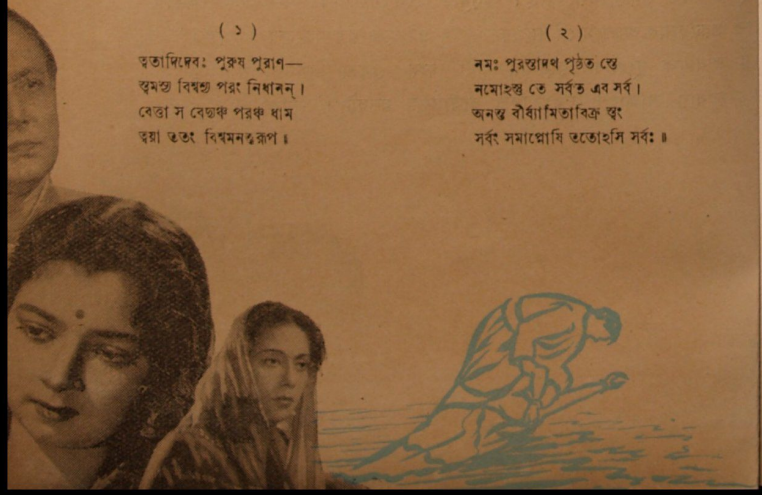

(১)

বিশ্ব বীণায় নীতি ওঠে ঝঙ্কার,
প্রথম প্রণব ধ্বনি মধু ওঙ্কার।
অমৃতের সন্তান ভুলিয়াছে সামগান,
মগ্ন যে স্বার্থের মিথ্যা মোহে,
পরম শান্তি দিও প্রশান্তহে!
হিংসা দ্বন্দ্বভরা মৃত্যুমুখী ধরা—
প্রাণ মন্ত্রে আজ দীক্ষিত হোক্—
(যেন) অন্ধ মানুষ পায় প্রেমের আলোক!
মধুর স্বর্গ হোক্ এই সংসার,
(কর) শুদ্ধ পবিত্র নিরহঙ্কার।

(২)

বিদায় দাও গো মল্লিকা মালতী,
এবার বিদায় চাই।
যাবার বেলায় যেন তোমাদের
হাসিমুখ দেখে যাই।
আজ শুধু পড়ে মনে
কত বসন্তে সঙ্গিনী হয়ে ছিনু তোমাদের সনে
(মোর) প্রাণের সুরভি তোমাদেরই বুকে
রেখে দিয়ে গেনু তাই।
(এই) পাখী ডাকা আর ছায়া ঘেরা বনতলে
চিহ্ন আমার রয় যেন ফুলদলে,
(মোর) স্মৃতির ডালায় প্রীতিটুকু আজ
যাবার আগে কুড়াই।

(৩)

বন্ধুরে, নাও খুলে দে
(এই) উজান স্রোতে সুজন বন্ধু আমায় সাথে নে॥
চলুক তরী, দুলুক তরী, ঝলুক সোনার
আলো।
কূল ত' আমি চাইনে বন্ধু, অকূল
আমার ভালো,
(আমি) তোরই সাথে দেশান্তরী হ'লাম বন্ধু রে॥
বন্ধু রে, সুখের দিন ত' রয় না চিরকাল,
আজ যে ফাগুন হাসায়,
সে যে কাঁদায় আবার কাল।
(যদি) ঝড় ওঠে, আর তুফান আসে,
ডোবে যদি তরী
একই গাঙে না হয় দু'জন একই সাথে মরি,
সুখের দিনে বন্ধু মেলে, দুখের দিনে কে?
নাও খুলে দে!

(৪)

চারদিনেরই মেলা রেভাই।
চার দিনের মেলা।
দু'দিন থাকে সুখের আলো
দু'দিন দুখের বাদল বেলা॥

দু'দিন শুধু ফাগুণ হাসে,
তারপরে হায় শ্রাবণ আসে,
কে জানে বল্ জীবনটা তোর
কোন্ খেয়ালীর আজব খেলা॥

দু'দিন থাকে.....
চার দিনেরই.....
(এই) দিন দুনিয়ার হাটে
ও ভোলা মন, দেখ না ভেবে
কি নিয়ে দিন কাটে।
পাওনা দেনার হিসাব নিয়ে
কি হবে আর দিন কাটিয়ে,
থাকতে বেলা তৈরী থাকিস্
আসবে যখন পারের ভেলা॥

(৫)

এই না পথে কতই যাওয়া আসা।
(কত) ঝরা ফুলে কাঁদা,
আর ফোটা ফুলের হাসা
শুধু পাওয়ার আশায় আশায়
এ পথ দিয়ে কেউ চলে যায়।
(এই) পথের শেষে জানি না ত' কবে
(কে গো) পুরায় সকল আশা,
মিটায় সকল আশা॥

জীবনটা ভাই শুধুই পথে চলা
কখনো ফুল, কখনো বা ফুলের কাঁটা দলা।
কোথায় হে কার কোন্ ঠিকানা—
এই জীবনে নেই ত' জানা,
(তবু) পথের ধারে ঘর বাঁধিতে চায়
(হায়) অবুঝ ভালোবাসা॥

প্রভাত প্রডাক্‌সন্সের

মমতা

পরিচালনা : **প্রভাত মুখার্জি**

* রূপায়ণে : *

অরুন্ধতী, বলরাজ সাহানী
মঞ্জু দে, দীপক মুখার্জি
ও বেবী রাধা

রমা চিত্রম-এর

সিঁথির সিঁদুর

পরিচালনা : **অর্দ্ধেন্দু সেন**

* রূপায়ণে *

সন্ধ্যারাণী, দীপ্তি রায়, সাবিত্রী,
তপতী, অসিতবরণ, ছবি,
কমল, পাহাড়ী, অপর্ণা,
পদ্মা, জহর, অনুপ।

এস বি. প্রডাক্‌সন্সের

উল্কা

পরিচালনা :
নরেশ মিত্র
কাহিনী :
নীহার রঞ্জন গুপ্ত

* রূপায়ণে *

সুনন্দা, সবিতা,
যমুনা সিংহ, জয়শ্রী সেন,
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়,
কমল মিত্র, জীবেন বসু,
জহর রায়, বারেশ্বর সেন,
অনিল চ্যাটার্জী ও
নৃত্যে মিশরীয় নর্ত্তকী
লীন ও লীস্

মেট্রোপলিটান পিক্‌চার্সের

মানময়ী গার্লস স্কুল

রচনা : রবীন মৈত্র

রূপায়ণে : বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ

প্রচার সচিব : ফণীন্দ্র পাল
মুদ্রাঙ্কণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩